বাংলা বিভাগ অ্যালামনাই

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

পুরস্কার, সম্মাননা, উৎসাহব্যঞ্জক বৃত্তি, ক্রেস্ট ও পদক পরিচিতি

প্রকাশকাল : ২৫ জানুয়ারি,২০১৮

বাংলা বিভাগ অ্যালামনাই পুরস্কারঃ

বাংলা বিভাগ অ্যালামনাই প্রতিবছর দু'জন তবে সম্ভব না হলে কমপক্ষে একজন দেশের কীর্তিমান সৃজনশীল ও মননশীল ব্যক্তিত্বকে 'কলাবিদ' পুরস্কার প্রদান করবে। এ পুরস্কার মরণোত্তরও দেয়া যাবে। এ পুরস্কারের নগদ অর্থমূল্য হবে ২৫,০০০/- (পঁচিশ হাজার) টাকা এবং একটি ক্রেষ্ট ও সম্মাননা পত্র।

প্রতি বার্ষিক সাধারণ সভায় এ পুরস্কার প্রদান করা হবে এবং ঐ বাষিক সভাতেই পরবর্তী বছর কার নামে পুরস্কার প্রদান করা হবে তা নির্ধারণকরার জন্য কার্যনির্বাহী পরিষদ সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক এবং আরো ৩ জন সদস্য সমন্বয়ে ৫ সদস্যর একটি কমিটি গঠন করা হবে। এ কমিটি সাহিত্যিক/ সাহিত্যসেবী নির্বাচন করবেন। জেষ্ঠ্যতার ক্রম অনুয়ায়ী প্রতিবছর একজন বিভাগীয় চেয়ারম্যানের নামে এ পুরস্কার দেয়া হবে। যেমন : ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, ড. মযহারুল ইসলাম, ড. মুহম্মদ এনামুল হক প্রমুখ।

বাংলা বিভাগ অ্যালামনাই-এর গঠন তন্ত্রের ১১ র ১ ও ২ অনুয়ায়ী এ কলাবিদ পুরষ্কার ইতোমধ্যে প্রচলন করা হয়েছে। প্রথম সম্মিলনে কবি আতাউর রহমান ও কবি মহাদেব সাহাকে বাংলা বিভাগ অ্যালামনাই ড. মুহম্মদ শহিদুল্লাহ কলাবিদ পুরষ্কার প্রদান করা হয়। আর্থিক সামর্থ্য বিবেচনায় প্রতিবছর এ মুহূর্তে এ পুরষ্কার প্রদান করা সম্ভব হচ্ছেনা। তবে প্রতি দ্বি-বার্ষিক সম্মিলনে এ কলাবিদ পদক কমপক্ষে ০১ জনকে প্রদান করা হবে। এ বছর গঠন তন্ত্রের বিধান অনুযায়ী প্রফেসর ড. মাযহারুল ইসলাম কলাবিদ পদক প্রদান করা হবে। এজন্য পদক প্রদানের প্রার্থী নির্বাচনের জন্য কমিটি গঠন করা হয়েছে।

মেধাবী ছাত্রবৃত্তিঃ

সভায় বাংলা বিভাগ সম্মানের বর্তমান ছাত্র-ছাত্রী যারা অনার্স ফাইনাল পরীক্ষায় ১ম ২য় ও ৩য় স্থান অধিকার করবেন তাঁদেরকে যথাক্রমে (১) ১২০০০/=, (২)১০,০০০/= ও (৩) ৮০০০/= টাকা অ্যালামনাই বৃত্তি ও সনদপত্র প্রদান করা হবে। একাধিক ছাত্র-ছাত্রী ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অধিকার করলে সংগঠনের সামর্থ্য অনুযায়ী বৃত্তির পরিমাণ কার্যনির্বাহী পরিষদ নির্ধারণ করে দিবে।

কবি মোশতাক দাউদী লিটল ম্যাগ পুরস্কার

বাংলা বিভাগ অ্যালামনাই
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

কবি মোশতাক দাউদী

জন্ম: ২২ নভেম্বর ১৯৫৪ তিরোধান: নিউইয়র্ক ২৬ সেপ্টেম্বর রাত ১১:৩০টা
বাংলাদেশ সময় ২৬ সেপ্টেম্বর সকাল ১০:৩০টা ২০১৩

কবি মোশতাক দাউদী লিটল ম্যাগ পুরস্কার
তথ্য ও বিধি

পুরস্কার প্রবর্তক

কবির তিন বন্ধু, বাংলা বিভাগ অ্যালামনাইয়ের ০৩ জীবন সদস্য গঠন তন্ত্রের ১১এর ৩এর বিধান অনুসরণে এ পুরস্কার প্রদান করবেন। এ তিনজন হলেন :

১. কবি আপেল আবদুল্লাহ ২. কবি হাবিবুর রহমান হাবু ৩. কবি তারিক-উল ইসলাম

পুরস্কার দেয়ার উদ্দেশ্য

সৃজনশীল লিটল ম্যাগাজিন প্রকাশনা ও সৃজনশীল কাজের ছাত্র-ছাত্রীদের উৎসাহ প্রদান

বিবেচ্য বিষয়

১. **যাঁরা বা যিনি পুরস্কার পাবেন:** পুরস্কারের জন্য রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের শিক্ষার্থীদের সম্পাদিত বা প্রকাশিত সাহিত্য, বিশেষ করে কবিতা বিষয়ক লিটল ম্যাগাজিন পুরস্কারের জন্য বিবেচিত হবে। প্রয়োজনে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্য বিভাগের শিক্ষার্থীদের সম্পাদিত বা প্রকাশিত লিটল ম্যাগাজিন বিবেচনায় নেওয়া যেতে পারে। ব্যক্তি পর্যায়ে বা সংগঠনের লিটল ম্যাগাজিন বিবেচ্য হবে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনাবিরোধী লিটল ম্যাগাজিন সবসময় বিবেচনার বাইরে থাকবে।

২. সম্পাদনা ও প্রকাশনায় থাকবে মুক্তবুদ্ধির প্রকাশ, আধুনিকতা, নান্দনিক উপস্থাপনা, প্রচ্ছদ ও মুদ্রণ সৌকর্য।

৩. সম্পাদক বা প্রকাশকের সাহিত্য, সংস্কৃতি দিগন্তে সৃজনশীল অবস্থান।

৪. প্রকাশিত লেখালেখির মান ও সৃজনশীল কাজের দক্ষতা।

পুরস্কার দেয়ার তারিখ ও অর্থমান

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগ অ্যালামনাইয়ের দ্বিবার্ষিক সম্মিলনে পুরস্কার দেওয়া হবে। দু'বছর পর পর এই পুরস্কার দেওয়া হবে। এক্ষেত্রে সম্মিলনের পূর্ববর্তী দু'বছরের প্রকাশনা বিবেচনায় নেয়া হবে।

পুরস্কারের অর্থমান নগদ ২০,০০০ (বিশ হাজার টাকা) বা সমমূল্যের প্রাইজবন্ড। এছাড়া পুরস্কারপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা সংগঠন প্রধানকে ক্রেস্ট ও উত্তরীয় দেওয়া হবে।

পুরস্কার নির্বাচক কমিটি

পুরস্কার বিবেচনার জন্য রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগ অ্যালামনাইয়ের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক ছাড়াও বাংলা বিভাগের দু'জন শিক্ষক এবং পুরস্কার প্রদানকারীদের একজন বা কবি মোশতাক দাউদীর পরিবারের সদস্যদের মধ্য থেকে একজনকে নিয়ে পুরস্কার নির্বাচক কমিটি গঠন হবে।

এই কমিটির কাছে পুরস্কার পেতে ইচ্ছুকরা তাদের প্রকাশনা জমা দেবেন। এছাড়া কমিটিও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত লিটল ম্যাগাজিন সংগ্রহ করতে পারবেন।

পুরস্কার নির্বাচনের সময়

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগ অ্যালামনাইয়ের দ্বিবার্ষিক সম্মিলনের কমপক্ষে দশ দিন আগে পুরস্কারের জন্য নির্বাচিত লিটল ম্যাগাজিন চূড়ান্ত করতে হবে।

মোশতাক দাউদী : সংক্ষিপ্ত পরিচয়

মোশতাক দাউদী ছিলেন কবি ও শিল্পী। সৃজনশীলতা ছিলো তাঁর জীবনসঙ্গী। মোশতাক দাউদীর জন্ম বগুড়া জেলার সূত্রাপুরে। ২২ নভেম্বর ১৯৫৪ সালে জন্মে ছিলেন তিনি। জন্ম বগুড়াতে হলেও বেড়ে উঠেছেন পিতার কর্মস্থল চট্টগ্রামে। পিতা ছিলেন রেলওয়ের চিফ ল অফিসার। তাঁর শৈশব, কৈশোর ও প্রারম্ভিক যৌবনের শহর ছিলো চট্টগ্রাম। এখানেই তাঁর লেখালেখির হাতেখড়ি।

স্কুলজীবনে তাঁর প্রথম সম্পাদনা পত্রিকা 'তপতী'। সম্পাদনা করেছেন ছড়া পত্রিকা ছররা ও বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের চট্টগ্রাম শাখার পত্রিকা 'মাসিক জয়ধ্বনি'। ১৯৭০ থেকে ৮৮ সাল পর্যন্ত চট্টগ্রামের লিটল ম্যাগাজিন ও দেশের বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় এবং সাময়িকীতে তাঁর অনেক ছড়া ও কবিতা ছাপা হয়েছে। মহান মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের গেরিলা দলের সদস্য হিসেবে সরাসরি অংশ নিয়েছেন। ১৯৭৫ সালের শেষ থেকে ১৯৮১ সাল পর্যন্ত রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগে অধ্যয়নকাল তার সৃজনশীলতার স্বর্ণসময়। তিনি সাড়া জাগানো লিটল ম্যাগাজিন আড্ডার প্রাণপুরুষ। সেই সময় আড্ডা, রণক্ষেত্র, স্পর্ধা, জন্মান্তর, শব্দায়ন, বাউরী বাতাস, সুন্দরম, দ্রোহী, কথা, চতুরসহ অসংখ্য লিটল ম্যাগাজিন প্রকাশের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন অন্যতম পৃষ্ঠপোষক। এ ধরণের অর্ধশতাধিক লিটল ম্যাগাজিন ও গ্রন্থের তিনি দৃষ্টিনন্দন প্রচ্ছদ এঁকেছেন। তাঁর শিল্পগুণ সমৃদ্ধ অনেক রোমান্টিক কবিতা সে সময় ছাত্রছাত্রীদের মুখে মুখে ফিরত।

১৯৮১ সালে রাজশাহী ছেড়ে ঢাকায় চলে আসেন মোশতাক দাউদী। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম এ ডিগ্রি নেওয়ার পর এখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। তিনি প্রায় দু'বছর পাক্ষিক তারকালোক পত্রিকায় প্রতিবেদক হিসেবে কাজ করেন। ১৯৮৩ সালে পুরানা পল্টনে প্রতিষ্ঠা করেন নিজস্ব ছাপাখানা প্রতিষ্ঠান মুদ্রণবিদ। ১৯৮৩ থেকে ১৯৮৮ সাল পর্যন্ত অক্লান্ত পরিশ্রম করে তিনি এ প্রতিষ্ঠানটিকে ঢাকার অন্যতম মানসম্পন্ন ছাপাখানায় পরিণত করেন। 'পান্ডা' নামের একটি প্রডাকশন হাউজও তিনি গড়ে তুলেন।

এরপর তিনি নিউইয়র্কে চলে যান। এখানেও তিনি সৃজনশীল কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত থেকে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেন। ২০০৭ থেকে ২০০৮ পর্যন্ত সময়ে মোশতাক দাউদী নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক 'জয়বাংলা' পত্রিকার নির্বাহী সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। তিরোধানের পূর্ব পর্যন্ত তিনি পাক্ষিক জাগরণ পত্রিকার সম্পাদক এর দায়িত্ব পালন করে গেছেন।

১৯৯১ সালে তিনি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। স্ত্রী জেসমিন ও পুত্র জাগ্রত-কে রেখে তিনি নিউইয়র্ক সময় ২৫ সেপ্টেম্বর রাত ১১:৩০ টায় অর্থাৎ বাংলাদেশ সময় ২৬ সেপ্টেম্বর সকাল ৯:৩০ টায় দূরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হয়ে না ফেরার রাজ্যে পাড়ি দেন।

নাট্যশিল্পী আজিজুর রহমান স্মৃতি পুরস্কার

বাংলা বিভাগ, অ্যালামনাই
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

নাট্যশিল্পী আজিজুর রহমান

জন্ম : ১৯২৯ মৃত্যু : ২৮ এপ্রিল ১৯৯৭

পুরস্কারের কথা ও বিধি

পুরস্কার প্রবর্তনকারী

আমিনুর রহমান সুলতান (নাট্যশিল্পী আজিজুর রহমানের জ্যেষ্ঠপুত্র)।

জীবনসদস্য, বাংলা বিভাগ অ্যালামনাই, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী।

পুরস্কার প্রদানের উদ্দেশ্য

বাংলা বিভাগে অধ্যয়নরত মতিহারের নাট্যাঙ্গন ও মঞ্চে অংশগ্রহণকারীদের প্রেরণা সৃষ্টি।

পুরস্কারপ্রাপ্তির বিবেচ্য বিষয়

ক. রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের স্নাতক (সম্মান) শ্রেণির (দ্বিতীয় বর্ষ থেকে চতুর্থ বর্ষ পর্যন্ত) শিক্ষার্থীদের মধ্যে যারা মহিতারের নাট্যাঙ্গনে নাট্যরচনা, নাট্যাভিনয়, নাট্য-নির্দেশনা ও মঞ্চসজ্জার সাথে সম্পৃক্ত কেবল তারাই পুরস্কারের জন্য যোগ্য বিবেচিত হবেন।

নাট্যকার, নাট্যাভিনেতা, নাট্য-নির্দেশক ও মঞ্চসজ্জাকারী। এই চার পর্যায়ের যে-কোনো একটি পর্যায়ের একজনকে পুরস্কার প্রদান করা হবে।

খ. মতিহার চত্বরে নাট্যাভিনেতা হিসেবে অন্তত একটি নাটকে অভিনয় করার অথবা নির্দেশক হিসেবে একটি নাটকে নির্দেশনা দেবার অথবা নাট্যকার হিসেবে একটি নাটক মঞ্চস্থ হওয়ার মধ্য দিয়ে নাট্যকার হিসেবে স্বীকৃতি অর্জন অথবা যে-কোনো অনুষ্ঠানের একটি মঞ্চসজ্জায় অংশগ্রহণ থাকতে হবে।

গ. নাট্যাভিনেতা কোন নাটকে ও কোন চরিত্রে অভিনয় করেছেন অথবা নির্দেশক কোন নাটকের নির্দেশনা দিয়েছেন অথবা নাট্যকারের কোন নাটক মঞ্চস্থ হয়েছে অথবা মঞ্চসজ্জায় অংশগ্রহণ রয়েছে তার তারিখ, সময় ও স্থানসহ তথ্য থাকতে হবে।

পুরস্কার প্রদানের তারিখ ও অর্থমান

বাংলা বিভাগ অ্যালামনাইয়ের দ্বি-বার্ষিক সম্মেলনের অনুষ্ঠানমালায় এই পুরস্কার প্রদান করা হবে। পুরস্কারের অর্থমান ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা এছাড়াও একটি ক্রেস্ট ও একটি উত্তরীয় প্রদান করা হবে। উল্লেখ্য,ক্রেস্ট ও উত্তরীয় হবে যার নামে পুরস্কার প্রদান করা হবে এবং যিনি পুরস্কার পাবেন তাদের নামাঙ্কিত ও ছবিসম্বলিত।

পুরস্কার নির্বাচক কমিটি

অ্যালামনাইয়ের কার্যনির্বাহী কমিটির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক ছাড়াও বাংলা বিভাগের দুজন শিক্ষক এবং পুরস্কার প্রদানকারী পরিবারের পক্ষ থেকে একজনকে নিয়ে পুরস্কার নির্বাচক কমিটি গঠন করা হবে। উল্লেখ্য, সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক বাংলা বিভাগের দুজন শিক্ষক বিচারক নির্বাচন করবেন। এছাড়া সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের কাছে পুরস্কার প্রদানকারী পরিবারের পক্ষ থেকে একজনের নাম পাঠানো হবে।

পুরস্কার নির্বাচনের সময়সীমা

বাংলা বিভাগ অ্যালামনাইয়ের দ্বি-বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠানের কমপক্ষে ১০ (দশ) দিন পূর্বে পুরস্কারের জন্যে নির্বাচন চূড়ান্ত করতে হবে।

আজিজুর রহমান-এর পরিচিতি

আজিজুর রহমানের জন্ম ময়মনসিংহ জেলার ঈশ্বরগঞ্জের খৈরাটী গ্রামে। পিতার নাম ঈমান উদ্দীন সরকার। মাতার নাম আনন্দের মা। বাল্যকাল থেকেই নাট্যজগতের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। প্রখ্যাত নাট্যকার আশকার ইবনে শাইখের কাছে তাঁর নাট্যদীক্ষা। তখন ঈশ্বরগঞ্জ চরনিখলা উচ্চ বিদ্যালয়ে আশকার ইবনে শাইখ শিক্ষকতা করতেন। আজিজুর রহমান ছিলেন এ স্কুলের ছাত্র। শতবর্ষ পূর্তি উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে স্কুলের যে ম্যাগাজিন প্রকাশিত হয় তাতে উল্লেখ করা হয়। ১৯৪৭ সালের পরবর্তী সময়ে সিরাজউদ্দৌলাহ, টিপু সুলতান নাটক বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক নাটকে পরিণত হয়। এই দুই নাটকে অভিনয় করেন ডা. আবদুর রশিদ (চরনিখলা).., আজিজুর রহমান (খৈরাটী) ...। তিনি মঞ্চনাটক ছাড়াও যাত্রা ও ঝুমুর দলে একাধিক নাটক ও পালায় অভিনয় করেছেন। তাঁর অভিনীত উল্লেখযোগ্য নাটক ও পালা; পার্থ সারথী, গরিবের মেয়ে, নবাব সিরাজউদ্দৌলাহ, টিপু সুলতান, রূপবান, গুনাইবিবি। কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগে চাকরি করতেন। প্রথম স্ত্রী খোদেজা খাতুনের মৃত্যুর পর বিয়ে করেন রোকেয়া খাতুনকে। তাঁর ছয় ছেলে ও চার মেয়ে।

ঈশ্বরগঞ্জে এবং ঢাকাস্থ ঈশ্বরগঞ্জ উপজেলা কল্যাণ সমিতিতে তাঁর নামে আরো দুটি পুরস্কার প্রবর্তন করা হয়েছে।

অধ্যাপিকা শাহিদা পারভীন স্মৃতি পদক

বাংলা বিভাগ অ্যালামনাই
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

অধ্যাপিকা শাহিদা পারভীন

জন্মঃ ০২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৬, লোকান্তরঃ১২ আগষ্ট, ২০১৭

পদক প্রদানের নিয়মরীতি

নামঃ এই পদক "অধ্যাপিকা শাহিদা পারভীন স্মৃতি পদক" নামে পরিচিত হবে।

পদক প্রদানকারীঃ

অ্যালামনাই এর জীবন সদস্য মরহুমার স্বামী অ্যালামনাই জীবন সদস্য কবি জামিল রায়হান, বাংলা বিভাগে অধ্যয়নরত ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে সৃজনশীল ও সম্ভাবনাময় সাহিত্য কর্মী ও সংগীত শিল্পীদের উৎসাহ প্রদানের জন্য এই পদক প্রবর্তন করেছেন।

পদক প্রাপ্তির জন্য বিবেচ্য বিষয়ঃ

ক. রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে অধ্যয়নরত প্রথম বর্ষ থেকে মাস্টার্স পর্যায়ের ছাত্র ছাত্রীদের মধ্য থেকে সৃজনশীলতা মানদন্ড এই পদক প্রাপ্তির জন্য বিবেচিত হবে।

খ. যাঁদের কোনো বই প্রকাশিত হয়েছে কিম্বা দেশের বিভিন্ন পত্র পত্রিকা, লিটল ম্যাগাজিনে লেখালেখি করছেনএমন সম্ভাবনাময় সাহিত্যকর্মী অথবা সম্ভাবনাময় সংগীতশিল্পীদের ভেতর থেকে সবচেয়ে সম্ভাবনাময় একজনকে প্রতি দু'বছরে অ্যালামনাই দ্বিবার্ষিক সাধারণ সভায় এ পদক প্রদান করা হবে।

পদকের অর্থমানঃ

১০০০০/ (দশ হাজার) টাকার প্রাইজবন্ড। একটি ক্রেস্ট। একটি উত্তরীয়। ক্রেস্ট ও উত্তরীয়তে যাঁর নামে পদক এবং যিনি পদক পাবেন উভয়ের ছবি ও নাম অঙ্কিত থাকবে।

পদক প্রদানের সময়কালঃ

বাংলা বিভাগ এলামনাইয়ের দ্বি-বার্ষিক সাধারণ সবা সম্মিলনে এই পদক প্রদান করা হবে।

পদক নির্বাচকমন্ডলীঃ

এলামনাই কার্যনির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক এই কমিটি গঠিত হবে। তবে, বিভাগের দু'জন শিক্ষক এবং পদক প্রদানকারী মনোনীত একজন এই কমিটিতে অবশ্যই থাকতে হবে।

এলামনাই অনুষ্ঠানের কমপক্ষে দশ দিন পুর্বে পদক প্রাপ্ত ছাত্র ছাত্রীর নাম চূড়ান্ত করতে হবে, যাতে করে ক্রেস্ট ও উত্তরীয় তৈরির জন্য পর্যাপ্ত সময় পাওয়া যায়।

শাহিদা পারভীনঃ একজন গুণী শিক্ষকের জীবনালেখ্য

১৯৫৬ সালের দোসরা ফেব্রুয়ারি মাদারীপুর জেলার শিবচর উপজেলার প্রত্যন্ত গ্রাম চর ভদ্রাসনে জন্ম। জীবিকার তাগিদে বাবা থিতু হন খুলনার দৌলতপুরে। মাত্র বাল্যশিক্ষার হাতেখড়ি, তখন পরিবারের সকলের সাথে বাবার হাত ধরে চলে যান দৌলতপুর। সেখানেই লেখাপড়া শুরু। স্কুল কলেজ পেরিয়ে খুলনা সরকারি গার্লস কলেজ থেকে ১৯৭৬ সালে (১৯৭৮-এ অনুষ্ঠিত) বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে দ্বিতীয়

শ্রেণীতে প্রথম হয়ে অনার্স পাশ করেন। তারপর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে মাস্টার্সে ভর্তি হন।

১৯৭৮ সালের (১৯৮০ তে অনুষ্ঠিত)এম,এ পরীক্ষায় উচ্চতর দ্বিতীয় শ্রেণীতে পঞ্চম স্থান লাভ করেন। লেখাপড়ার প্রতি তাঁর গভীর আগ্রহের কারণে ইন্সটিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ এ তিনি ১৯৮১ সালে এম ফিল কোর্সে ভর্তি হন। গবেষণা কাজ চলাকালে বিয়ে, সন্তানলাভ এবং ক্যাডেট কলেজে ফ্যাকাল্টি মেম্বার হিসেবে চাকুরির পাশাপাশি তিনি থিসিসের কাজ সমাপ্ত করেন এবং ১৯৮৮ সালে এমফিল ডিগ্রী লাভ করেন। ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজে ১৯৮৪ সালে প্রথম মহিলা শিক্ষক হিসেবে যোগদান করে কর্মদক্ষতার গুণে তিনি কলেজ কর্তৃপক্ষ, ক্যাডেট ও অভিভাবকদের কাছে একজন গুণী শিক্ষক হিসেবে বিশেষভাবে পরিচিতি লাভ করেন। শুধু শ্রেণীকক্ষে শিক্ষাদানই নয়,সহশিক্ষা কার্যক্রম যেমন, কবিতা আবৃত্তি, নাটক, সংগীত, বিতর্ক ইত্যাদি বিষয়ে ক্যাডেটদের চৌকস করে গড়ে তুলতে বিশেষ ভূমিকা রাখেন। যে কারণে একটানা ২২ বছর এই কলেজেই শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। পরে সহকারী অধ্যাপক হিসেবে দুবছর জয়পুরহাট গার্লস ক্যাডেট কলেজে শিক্ষকতা করে আবার ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজে ফিরে আসেন। কিন্তু পরিবারের সবাই তখন ঢাকায় থাকায় পারিবারিক সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যে তিনি স্বেচ্ছা অবসর নিয়ে ঢাকা এসে রাজারবাগ পুলিশ লাইন স্কুল এন্ড কলেজে ভাইস প্রিন্সিপ্যাল হিসেবে চাকুরীতে যোগদান করেন। এখানে এক বছর চাকুরী করে ২০১৩ সালে হজ্বব্রত পালন করেন। পরের বছর ফুসফুসে ক্যান্সার ধরা পড়লে সিংগাপুরের মাউন্ট এলিজাবেথ হাস্পাতালের অনকোলোজিস্ট মি,টে মিয়ান এর তত্ত্বাবধানে চিকিৎসা গ্রহণ করেন। দীর্ঘ সাড়ে তিন বছর ক্যান্সারের সাথে লড়াই করে তিনি গত ১২ আগষ্ট,২০১৭ দুপুর দুটায় পরলোকগমন করেন।

শাহিদা পারভীন একাধারে ছিলেন ক্যাডেটদের খুব প্রিয় শিক্ষক,বড়বোন আর মায়ের মতো। সহকর্মীদের কাছে ছিলেন চালচলন আর আচার ব্যবহারে আদর্শস্বরূপ। সংসারে ছিলেন অনন্য সাধারণ এক স্ত্রী আর মা।

চাকুরীকালে কলেজ ম্যাগাজিনে অনেক প্রবন্ধ,নিবন্ধ ও স্মৃতিকথা লিখেছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গবেষণাগ্রন্থ "শামসুন নাহার মাহমুদ ও সমকালীন নারী সমাজের অগ্রগতি" বিষয়ক গ্রন্থ ইতোমধ্যে বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত হয়েছে। তিনি বাংলা বিভাগ অ্যালামনাই-এর জীবন সদস্য ছিলেন।

শাহিদা পারভীন মৃত্যকালে রেখে গেছেন স্বামী (জামিল রায়হান, কবি ও অবসরপ্রাপ্ত ডিজিএম, সোনালী ব্যাংক), পুত্র শাকিল ফারহান মিঠুন, জেনারেল ম্যানেজার,রবি, পুত্রবধূ অনিন্দিতা পিউ, সিনিয়র এক্সিকিউটিভ, বিকাশ, ও কন্যা রিফাত ফারজান নিপুণ, চিকিৎসক, এবং আদর্শে গড়া অসংখ্য ছাত্রছাত্রী আর অজগ্র গুণগ্রাহী।

কলাবিদ, ছাত্রবৃত্তি ও সম্মাননা পদক নির্ধারণ উপকমিটি

আহবায়ক	:	প্রফেসর ড. আব্দুল খালেক
সদস্য সচিব	:	আপেল আবদুল্লাহ
সদস্য	:	জামিল রায়হান
		ড.পি এম শফিকুল ইসলাম
		ড.অনীক মাহমুদ
		তারিক-উল ইসলাম
		ড.শহীদ ইকবাল
		ড.আমিনুর রহমান সুলতান

(**) গঠনতন্ত্রের বিধান অনুযায়ী এ কমিটিতে ৫ জন সদস্যের সাথে ভিন্ন তিনটি পদক যাঁরা স্পন্সর করেছেন তাঁদেরও সংশ্লিষ্ট পদক মনোনয়নের ক্ষেত্রে মতামত প্রদানের জন্য কমিটিতে অর্ন্তভূক্ত করা হয়েছে।

কর্মপরিধি :

ক) গঠনতন্ত্রের বিধান অনুয়ায়ী বাংলা বিভাগ অ্যালামনাই 'ড. মযহারুল ইসলাম কলাবিদ পদক-২০১৮' এর জন্য প্রার্থী নিবন্ধন চূড়ান্তকরণ

খ) 'মোশতাক দাউদী শ্রেষ্ঠ লিটল ম্যাগাজিন-২০১৮' পদকের জন্য প্রার্থী নির্বাচন চূড়ান্তকরণ।

গ) 'নাট্যশিল্পী আজিজুর রহমান স্মৃতি পুরস্কার-২০১৮' পদকের জন্য প্রার্থী নির্বাচন চূড়ান্তকরণ।

ঘ) 'শাহিদা পারভীন স্মৃতি পুরস্কার-২০১৮' পদকের জন্য প্রার্থী নির্বাচন চূড়ান্তকরণ।

ঙ) ছাত্রবৃত্তি প্রদানের জন্য প্রার্থী নির্বাচন চূড়ান্তকরণ

চ) দ্বি-বার্ষিক সাধারণ সভার কমপক্ষে ১০ দিন পূর্বে সকল প্রার্থী মনোনয়ন চূড়ান্ত করতে হবে।